থাকে, জীবও তেমনই মদ্বিষয়ক প্রেমে কর্ম্মাশয় বিধৃত করিয়া তৎপর বিশুদ্ধস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া আমাকে ভজন করে। সহস্র নাম ভাষ্যেও—"মুক্তাহ্যেতমুপাসতে"—এই শ্রুতি ব্যাখ্যায় "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে" মুক্তপুরুষগণও লীলাতে শরীর গ্রহণ করিয়া ভগবান্‌কে ভজন করিয়া থাকেন—এই প্রমাণে বিশুদ্ধস্বরূপ প্রাপ্তির পরেও যে ভগবানে ভক্তি করিয়া থাকে, তাহাই প্রমাণ করা হইল ॥ ১১।১৪ ॥ ১১২ ॥

এবমপ্যুক্তং স্কান্দে রেবাখণ্ডে—ইন্দ্রো মহেশ্বরো ব্রহ্মা পরং ব্রহ্ম তদৈবহি। শ্বপচোঽপি ভবত্যেব যদা তুষ্টোঽসি কেশব। শ্বপচাদপকৃষ্টত্বং ব্রহ্মেশানাদয়ঃ সুরাঃ। তদৈবাচ্যুত যান্ত্যেতে যদৈব ত্বং পরাঙ্মুখ ইতি॥ তথৈবাহ—যচ্ছৌচনিঃসৃতসরিৎপ্রবরোদকেন তীর্থেন মূর্দ্ধ্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ ইতি॥ ১১৩॥

স্পষ্টম্। তস্মাৎ ভক্তের্মহানিত্যত্বেনাপ্যতিধেয়ত্বমায়াতম্। অগ্রে স্বকৃত পুরেষ্বি-ত্যাদৌ জীবনাং স্বভাবসিদ্ধা সৈবেতি ব্যাখ্যেয়ম্॥ ৩॥ ২৮॥ শ্রীকপিলদেবঃ॥ ১১৩॥

স্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডেও এই প্রকার উক্তি আছে। যথা—

ইন্দ্রো মহেশ্বরো ব্রহ্মা পরং ব্রহ্ম তদৈব হি।
শ্বপচোঽপি ভবত্যেব যদা তুষ্টোঽসি কেশব॥
শ্বপচাদপকৃষ্টত্বং ব্রহ্মেশানাদয়ঃ সুরাঃ।
তদৈবাচ্যুত যান্ত্যেতে যদৈব ত্বং পরাঙ্মুখঃ॥

হে কেশব! ইন্দ্র মহেশ্বর ব্রহ্মা এমন কি শ্বপচও তখনই পরম ব্রহ্ম-স্বরূপতা লাভ করিয়া থাকে, যখন তুমি তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হও। আবার ব্রহ্মা, শিব ও ইন্দ্রাদি দেবগণ তখনই শ্বপচ হইতেও অপকৃষ্টতা প্রাপ্ত হয়, যখন তুমি তাহাদের উপর অপ্রসন্ন হও—শ্রীকপিলদেবের শ্রীমদ্ভাগবতে ৩।২৮।২২ শ্লোকেও সেই প্রকার উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। "শিব যাহার চরণ-প্রক্ষালন হইতে নিঃসৃত পরম পবিত্র সরিৎপ্রবর গঙ্গার জল মস্তকে ধারণ করিয়া শিবনামে অভিহিত হইয়াছেন"। এই প্রমাণে বিশুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ হইয়াও যে শ্রীভগবান্‌কে ভক্তি করেন, তাহাই দেখান হইল॥ ১১৩॥

অতএব ভক্তির মহানিত্যত্ব জন্যও অভিধেয়ত্ব অর্থাৎ অবশ্যকর্ত্তব্যত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। অগ্রেও—"স্বকৃতপরেষ্বমীষ্ববহিরন্তরসংবরণমিত্যাদি" ১০।৮৭।২০ শ্লোকে "জীবমাত্রের ভগদৎসেবা স্বভাবসিদ্ধা"—এই ব্যাখ্যাই করা হইবে॥ ১১৩॥

তদেবমবান্তরতাৎপর্য্যেণ ভক্তেরেবাভিধেয়ত্বং ষড়্‌বিধৈরপি লিঙ্গৈরবগম্যতে। তত্রোপক্রমোপসংহারয়োরেকত্বেন যথা, জন্মাদ্যস্য যত ইত্যাদাবুপক্রম পদ্যেসত্যং পরং ধীমহীতি। অত্র শ্রীগীতাসু, এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্তাং পর্য্যুপাসত ইত্যাদৌ